Edit with WPS Office

Prof. Pratim Maity, Assistant Professor, Department of Education, Narajole Raj College

মনোবিজ্ঞানের অর্থ (Concept of Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Psychology । গ্রিক শব্দ Psyche ও Logos শব্দ থেকে Psychology শব্দটির উৎপত্তি। Psyche কথার অর্থ হল আত্মা (Soul) এবং Logos শব্দের অর্থ হল বিজ্ঞান (Science) অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞানই হল মনোবিজ্ঞান। মনোবিদ Maher মনোবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেটি হল, 'মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের আত্মা নিয়ে আলোচনা করে।

মনোবিজ্ঞানের এই সংওয়া অনেকের মনঃপুত হল না। কেননা আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের মতে, আত্মা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণযোগ্য নয়, তাই এর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। আত্মা নিয়ে কোনো বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। তাই একে 'আত্মার বিজ্ঞান' বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞান 'মন'-এর বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত হয়। মনোবিদ হফডিং Hoffding বলেন, মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান (Psychology is the science of mind) I বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞান সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ হলেও সংজ্ঞাটি পরিত্যক্ত হয়। কারণ মন' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মন সম্পর্কে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মন' বলতে মানসিক প্রক্রিয়া বোঝানা হচ্ছে বা মানসিক প্রক্রিয়ার কারণ হিসাবে কোনো মানসিক সত্তাকে বোঝাচ্ছে, না উভয়কেই বোঝাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকড়গাল তাই বলেন, মন হল দ্ব্যর্থক শব্দ। মনকেই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন। তা ছাড়া আত্মার মতো মনও পর্যবেক্ষণগ্রাহ্য ও পরীক্ষণ সাপেক্ষ নয়। তাই এর বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

অতঃপর মনোবিজ্ঞানকে চেতনার বিজ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করা হয়। মনোবিদ অ্যাঞ্জেল (Angell) বলেন, মনোবিজ্ঞান হল চেতনার বিজ্ঞান (Science of Consciousness)I লক, হব্ স প্রমুখ দার্শনিকগণ ভুনড (Wundt), টিচেনার (Titchener) প্রমুখ মনোবিদগণ মনোবিজ্ঞানকে চেতনা অনুশীলনকারী বিজ্ঞান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান সংজ্ঞাটি পূর্বের সংজ্ঞা দুটি থেকে উন্নত, কারণ চেতনাকে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য 'অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই প্রথম মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি উল্লিখিত হয়। অন্তর্দর্শন হল কোনো বিশেষ মানসিক অভিজ্ঞতা কালে (যেমন- ভয়, রাগ ইত্যাদি) 'নিজেকে দেখা'। ব্যক্তির অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা ব্যক্ত করাই হল 'অন্তর্দর্শন'। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। শুধু 'চেতন মন ই মন নয়, প্রাকচেতন' ও 'অবচেতন মন মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাই মনোবিজ্ঞান 'চেতন মনের বিজ্ঞান' এই সংজ্ঞাটি আংশিক। Mc.Dougall- এর মতে, মনোবিজ্ঞান শুধু চেতন মনের বিজ্ঞান হলে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শিশুর আচরণ বা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। এছাড়া পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের সামান্যীকরণ সম্ভব নয় যা বিজ্ঞানের অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হয়। Watson, Mc.Dougall, Woodworth প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতের সমর্থক, যদিও তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

মনোবিদ ওয়াটসন (Watson) বলেন, মনোবিজ্ঞান হল আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is a science of behaviour)। মনোবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয় তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি যে বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়াতীত ও যেগুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ নয় সেগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। আচরণ হল পরীক্ষাণযোগ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন একটি শিশু ভয় পেয়েছে। যদি একে আত্মা, মন, চেতনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় তবে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি শিশুটি ভয়ের ফলে কী ধরনের আচরণ করেছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অর্থাৎ শিশুটির বাহ্যিক আচরণগুলিকে যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক আচরণ যথা মাংসপেশির সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে অনেক মূল্যবান তথ্যসংগ্রহ করা সম্ভব এবং

Edit with WPS Office

এটাই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

পরবর্তীকালে মনোবিদ Mc.Dougall , 'Psychology is the positive science of behaviour of living things.' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান।

M.Dougall-এর সংজ্ঞার সঙ্গে Watson-এর সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

Watson প্রমুখ আচরণবাদী মনোবিদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ তাঁরা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। অপরদিকে Mc.Dougall বলেন, জড়বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোয়।

শিক্ষামনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, ফলিত মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। শিক্ষাবিদ এবং মনোবিদগণ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা হল -

স্কিনার (Skinner) বলেছেন, “শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা শিখন ও শিক্ষণ নিয়ে কাজ করে।”

মনোবিদ বার্নার্ডের (Burnerd) মতে, “শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ হল শিখন ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়, বিশেষত বিদ্যালয়ের শিখন ও শিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা।”

ক্রো এবং ক্রো (Crow & Crow) মনে করেন, “শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান কেবল শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক আচরণ অনুশীলন করে। বিষয়টি ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।”

জাড (Judd) বলেছেন, “শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তিজীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন স্তরের যে পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।”

মনোবিদ পিল (Peel) এর মতে, “শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল শিক্ষার বিজ্ঞান।"

মনোবিদ কোলেনসিক (Kolensik) মনে করেন, “শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা ও উন্নত করতে মনোবিজ্ঞানের যেসব তথ্য ও নীতি সহায়ক, সেগুলির অনুশীলনই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যেসব গবেষণালব্ধ সূত্র, নীতি শিক্ষার সমস্যাসমাধানে সহায়ক সেগুলিই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন ও কার্যকর করে তুলতে জৈব- মানসিক যেসব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলির আবিষ্কার এবং প্রয়োগ হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষণপদ্ধতি ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করে এবং শিক্ষাসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, কেস স্টাডি ইত্যাদি।

Edit with WPS Office

Prof. Pratim Maity, Assistant Professor, Department of Education, Narajole Raj College

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক (Relation between Psychology and Education) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই জানা প্রয়োজন শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের অর্থ। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এখন শিক্ষার সংজ্ঞা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এককথায় বলা যায়, 'শিক্ষা' বলতে আমার সেইসব আচরণ আয়ত্ত করা বুঝি, যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এবং আচরণগুলি সমাজ অনুমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে অপরিণত ব্যক্তিকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার উপরিউক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়া, গতি, প্রকৃতি ও সূত্র নির্ধারণ করে মনোবিজ্ঞান। অপরদিকে সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিক হল শিক্ষার বিষয়বস্তু।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান:

Adams এর কথায়, "The teacher teaches John Latin" এই বাক্যটি থেকে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝা যায়। শিক্ষককে যেমন বিষয় জানতে হবে তেমনি যাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীকেও জানতে হবে। শিক্ষার্থীকে জানতে হলে প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা শিক্ষাতত্ত্বের একমাত্র কাজ নয় ; লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার পাঠক্রম ও মনোবিজ্ঞান :

শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়ার পরবর্তী স্তর হল পাঠক্রম নির্ধারণ করা। পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হবে লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। সুতরাং পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশসাধন উপযোগী। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের এই বহুমুখিতা মনোবিজ্ঞানের ধারণার উপর নির্ভর করে। সামগ্রিক বিকাশ বলতে কী বোঝায়, বিভিন্ন দিকের বিকাশের নীতিগুলি কী, বিকাশের প্রতিকূল এবং অনুকূল পরিবেশে কীভাবে গড়ে তোলা যায়, এককথায় শিক্ষার্থীর বিকাশের বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশ-শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যে পাঠক্রম রচনা করতে হবে তার জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য।

শিক্ষার পদ্ধতি, মূল্যায়ন ও মনোবিজ্ঞান :

পাঠক্রম রচনার পরেই আসে শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থী হবে শ্রোতা আর শিক্ষক হবেন পরিচালক—বর্তমানে এই তত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমানে যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলি যেমন—(1) প্রোজেক্ট পদ্ধতি ; (ii) সমস্যাসমাধান পদ্ধতি ; (ii) প্রোগ্রাম শিখন পদ্ধতি ; (iv) আবিষ্কার পদ্ধতি এবং (v) আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ (Technology based Teaching) পদ্ধতি ইত্যাদির ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান। এই পদ্ধতিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও সক্রিয়তার নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সর্বশেষ স্তর মূল্যায়নের আধুনিক ধারণা, কৌশল স্থিরকরণ এবং প্রয়োগ, তার তাৎপর্য নির্ণয় ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার অন্যান্য দিক এবং মনোবিজ্ঞান :

এছাড়া শিক্ষার অন্যান্য দিক যেমন বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনা, সংশোধনমূলক শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ইত্যাদি সব কল্যাণমূলক এবং গঠনমূলক কাজে মনোবিজ্ঞানের সহযোগিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এককথায় বলা যায়, শিক্ষা হল সম্পূর্ণ শক্তি যেখানে মনোবিজ্ঞান হল

Edit with WPS Office

ব্যক্তির হাত ও পা যার সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তি অগ্রসর হতে অক্ষম।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Method of Educational Psychology):

প্রত্যেক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলি হল-(ক) পর্যবেক্ষণ (Observation) (খ) পরীক্ষা (Experiment) এবং (গ) সিদ্ধান্ত (Inference)

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানও এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। এছাড়া এর নিজস্ব অনেকগুলি পদ্ধতি আছে।

(১) পর্যবেক্ষণ (Observation) :

এই পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। দীর্ঘকাল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণের ফলে তার আচরণ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত করা হয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রতি কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে অথবা খেলার মাঠে কোন বিশেষ শিশু তার সহপাঠীদের সঙ্গে কি রূপ আচরণ করে তা পর্যবেক্ষক অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করেন। অবশ্য এই পদ্ধতির মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, কেননা পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে একে মুক্ত করা সম্ভব হয় না। এই পদ্ধতিকে আরও উন্নত করার জন্য রেটিং স্কেল (Rating Scale), সাক্ষাৎকার (Interview), প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire), অভীক্ষা (Test) ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে।

(২) পরীক্ষা (Experiment) :

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই এক্ষেত্রেও পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার হয়। এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর বহু আচরণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

অনেক সময় পরীক্ষণ পদ্ধতিতে দুটি সমান্তরাল দলের (Parallel group) ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি দল হল নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group) আর একটি পরীক্ষামূলক দল (Experimental group)। এই দুই দলের বয়স, শিক্ষনের ক্ষমতা মোটামুটিভাবে একই রকম। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, আমরা পুরস্কার প্রদান পাঠ শিক্ষা সহায়ক কিনা জানতে চাই। পূর্বোক্ত ঐ দুটি দলের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দলকে পাঠদানকালে কোন পুরস্কার দেওয়া হল না। কিন্তু ঐ একই পাঠ দেবার সময় পরীক্ষামূলক দলটিকে পুরস্কার দেওয়া হল। এবার এই দুটি দলের মধ্যে কোনটি দ্রুত নির্ভুল পাঠ শিখেছে, তাদের পরীক্ষার ফল তুলনা করে দেখা হল। দেখা গেল পরীক্ষণমূলক দলটি পুরস্কার পাওয়ার জন্য ভাল পাঠ শিখেছে। সুতরাং পুরস্কার দান যে শিক্ষার সহায়ক এটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

(৩) ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি (Genetic method) :

এই পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ব্যক্তিসত্তার কোন একটি সংলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। শিশুর দৈহিক, প্রক্ষোভিক ও ভাষা বিকাশের ধারা অনুশীলন করার জন্য শিশু-মনোবিদ্যায় (Child-Psychology) এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

(৪) কেস হিস্ট্রি (Case Study or Case History):

বিশেষত মনোবিকার ও অপরাধ প্রবণতার কারণ নির্ণয়ের জন্য শিশুর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের নানাবিধ সংবাদ এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়।

Edit with WPS Office

(৫) চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical method) :

মনশ্চিকিংসার শাস্ত্রে প্রচলিত অনেকগুলি পদ্ধতি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যায় বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে। ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association), প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Tests) বক্তিসতা নির্ণায়ক প্রশ্নগুচ্ছ (Qustionnaire) প্রভৃতি পদ্ধতির প্রয়োগে শিশুর অপসঙ্গতিমূলক আচরণের বিশ্লেষণ করা হয় ।

(৩) পরিসংখ্যান পদ্ধতি :

বর্তমানকালে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এবং শিক্ষা মনোবিদ্যায় বিভিন্ন গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান (Educational Statistics) নামে একটি নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে।

(1) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method):

মানুষের জটিল আচরণ অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এই শিক্ষা মনোবিদগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। এইসব গবেষণার ফলকে তুলনামূলক ভাবে বিচার করে মানুষের বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।